6.3 পলিসের পতনের কারণসমূহ [Causes of the decline of Polis]

হোমার পরবর্তী গ্রিক ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল প্রাক্-প্রচলিত 800 অব্দ থেকে পলিসের উত্থান ও বিকাশ। পলিসের উত্থানের থেকেও পলিসের পতন ঐতিহাসিকদের মধ্যে বেশি মতপার্থক্য তৈরি করেছে। বেশিরভাগ ঐতিহাসিকের মতে, পলিস সুপ্রাচীন যুগ (Archaic period) এবং ধ্রুপদি যুগে (Classical period) বিকশিত হয়েছিল এবং প্রাক্-প্রচলিত চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে ম্যাসিডোনিয়ানরা পলিসের পতন ঘটিয়েছিল। স্বাধীনতা (Autonomia) ছিল একটি নগররাষ্ট্রের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। হেলেনীয় যুগের শুরুতেই পলিসগুলি এই স্বাধীনতা হারাতে শুরু করেছিল। আর এই 'autonomia' হারানোর মধ্যে দিয়েই পলিসগুলি তাদের স্বাতন্ত্র্য (Identity) হারাতে থাকে। প্রাক্-প্রচলিত চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে গ্রিস ধীরে ধীরে নতুন চিন্তাভাবনা, জীবনধারণের একটা নতুন দিকে অগ্রসর হয়েছিল। শেষপর্যন্ত প্রাক্-প্রচলিত 338 অব্দে ম্যাসিডনের রাজা **দ্বিতীয় ফিলিপ** গ্রিসের অধীশ্বর হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করে পলিসের ঐতিহাসিক পর্বের অবসান ঘটান।

প্রাক্-প্রচলিত চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিক পলিসগুলির পতনের সূচনা যে পেলোপনেসীয় যুদ্ধের সময় (প্রাক্-প্রচলিত 431 অব্দ) থেকেই হয়েছিল এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকরা একমত। এই যুদ্ধের পর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গ্রিসে যে নতুন নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ হয় তার সঙ্গে পলিসের জীবনদর্শনের কোনো মিল ছিল না। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পেরিক্লিসীয় যুগ ছিল একটি অতীত ঘটনামাত্র। এই পেলোপনেসীয় যুদ্ধের কারণে গ্রিসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পলিস এথেন্সের পরাজয় ঘটে এবং স্পার্টা ও তার মিত্ররা জয়লাভ করে। কিন্তু স্পার্টার এই সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই থিবসের কাছে স্পার্টা পরাজিত হয়, আবার থিবসকে পরাজিত করে ম্যাসিডোনিয়া সমগ্র গ্রিসে তার আধিপত্য বিস্তার করে।

আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বলেন, ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বিপর্যস্ত গ্রিক জনগণও এমনই এক সাম্রাজ্যবাদী শাসন কামনা করেছিল যার সাহায্যে অন্তত গ্রিসে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হবে। এজন্য তারা দ্বিতীয় ফিলিপের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পারসিকদের হাত থেকে গ্রিসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। পাশাপাশি যুদ্ধ পরবর্তী আর্থিক সংকট দূর করার জন্য গ্রিকরা সাম্রাজ্যবিস্তার নীতিও গ্রহণ করেছিল এবং এরই ফলশ্রুতিতে ফিলিপের পুত্র **আলেকজান্ডার** বিশ্ববিজয়ের সিদ্ধান্ত নেন।

● **সামরিক দুর্বলতা ঃ** ঐতিহাসিক **আর. আর. পামার** (R. R. Palmer) মনে করেন, পলিসের পতন সর্বত্র একইভাবে হয়নি। উত্তর গ্রিস ও দক্ষিণ গ্রিসের মধ্যে এই অবক্ষয়ের চিত্রটির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও পারসিক আক্রমণ, গ্রিসে সাম্রাজ্যিক ঐক্যসাধনের প্রবণতা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক দুর্বলতা পলিসগুলির পতনকে ত্বরান্বিত করে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, পেলোপনেসীয় যুদ্ধের পর থেকেই পলিসের সামরিক ও অসামরিক ক্ষেত্র দুটি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এসময় সেনাপতিরা শুধুমাত্র সামরিক দায়িত্বই পালন করত। ফলে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি তাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। অর্থের জন্য অনেক সময় এরা বিদেশি শক্তির হয়েও যুদ্ধ করত। ফলে আনুগত্যের প্রশ্নটি দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার যুদ্ধ পরবর্তী আর্থিক দুরবস্থার ফলে এথেন্স প্রভৃতি নগররাষ্ট্রগুলির ধনী সম্প্রদায় সামরিক বাহিনী বিশেষত নৌবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতা করতে আর আগ্রহী ছিল না। ফলে নৌশক্তিতেও এথেন্সের মতো পলিসগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের পতন ঘটে।

● **স্বাধিকারের শর্ত লঙ্ঘন ঃ** প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজস্ব অধিকার এবং স্বাতন্ত্র্যের ওপরেই পলিসের কাঠামো গড়ে উঠেছিল। **হেরোডোটাস** লিখেছেন, যুদ্ধের সময় আত্মরক্ষার তাগিদে ছোটো ও দুর্বল পলিসগুলি বড়ো পলিসগুলির নির্দেশ-উপদেশ মেনে চলতে বাধ্য হয়েছিল। তবে **গুস্তাভ গ্লৎজ** (Gustave Glotz)-এর মতে, গ্রিক পলিসগুলি সর্বদা স্বাধীনভাবেই কাজ করত এবং যথেষ্ট তর্কবিতর্কের পর ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে যুদ্ধের সময় শক্তিজোটে কোনো কোনো সদস্য

রাষ্ট্র অন্য সদস্য রাষ্ট্রের তুলনায় বেশি প্রভাব বিস্তার করত। ঐতিহাসিক **আর্নল্ড জে. টয়েনবি** (Arnold J. Toynbee)-র মতে, পারসিক যুদ্ধবিগ্রহ নিঃসন্দেহে গ্রিক ইতিহাসের ঐক্য, সহযোগিতা ও বীরত্বের গৌরবময় অধ্যায় ছিল। কিন্তু তারই পাশাপাশি এই যুদ্ধ পলিসের টিকে থাকার মূল শর্ত—সাম্য ও স্বাধিকারকেই আঘাত করেছিল। একটি নগররাষ্ট্রের প্রভাব বৃদ্ধি, অন্য নগররাষ্ট্র কর্তৃক ক্ষমতাশালী নগররাষ্ট্রগুলির প্রভাব মেনে নেওয়া—এসবই পলিসের সংগঠনকে ভিতর থেকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

● **রাজনৈতিক সংকটঃ** রাজনৈতিক সংকটের বিষয়টি আলোচনা প্রসঙ্গে **হেরোডোটাস** বলেন যে, প্রতিটি পলিসই তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলায় আগ্রহী ছিল। ফলে প্রত্যেকটি নগররাষ্ট্রই নিজেদের আত্মরক্ষার তাগিদে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রের ওপর অত্যাচার চালানোয় পলিসের রাজনৈতিক সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু ঐতিহাসিক **গ্লৎজ** এই মত সমর্থন করেন না। তাঁর মতে, স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা পলিসগুলির চিরন্তন বৈশিষ্ট্য ছিল। বহু পূর্ব থেকেই কোনো বৃহত্তর সামরিক বা রাজনৈতিক সংকটের সময় ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রগুলি বৃহৎ নগররাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নিত, ঠিক যেভাবে পারসিক যুদ্ধের সময় স্পার্টা ও এথেন্সের শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল। তবে এর ফলে পলিসের অন্তর্নিহিত সাম্যের চেতনা ক্রমশ নষ্ট হয়ে যায়।

● **এথেন্সের সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা ঃ** পলিসের পতনের ক্ষেত্রে এথেন্সের সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। পারসিক যুদ্ধের সময় এথেনীয় নৌবহর অন্য গ্রিক পলিসগুলিকে রক্ষা করেছিল। সেই সাহায্যের অজুহাতে এথেন্স ক্রমশ অন্যান্য পলিসগুলির ওপর নিজ কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করতে উদ্যত হয়। এরই চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে এথেন্স কর্তৃক ডেলীয় রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। এই ঘটনাই পলিসের পতনের পথকে প্রশস্ত করে। কারণ ডেলীয় সংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলির আকৃতি-প্রকৃতি ও আর্থিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। ফলে তা এথেনীয় সাম্রাজ্যবাদকে চূড়ান্ত আকার দান করে। তবে ঐতিহাসিক **জি. বি. গ্রানডি** (G. B. Grundy) বলেন এথেনীয় সাম্রাজ্যের কাছে ক্ষুদ্র গ্রিক পলিসগুলির এই অসহায় আত্মসমর্পণ ছিল অনিবার্য। কারণ নানাধরনের রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত কোনো লিগই সম্পূর্ণ সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ঐতিহাসিক **জে. বি. বিউরি** (J. B. Bury) এবং **জর্জ গ্রোট** (George Grote) মনে করেন, এথেন্স কখনোই তার মিত্ররাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেনি। অন্যদিকে **থুকিডিডিস ও অ্যারিস্টট্‌ল** মনে করেন এথেন্স তার মিত্ররাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ হরণ করেছিল। ফলে পলিসগুলি তার মূল বৈশিষ্ট্যই হারিয়ে ফেলে।

● **সামাজিক সংকট ঃ** পেলোপনেসীয় যুদ্ধ গ্রিক পলিসগুলির সামাজিক সংকটকেও তুলে ধরেছিল, যা থেকে পলিসগুলির অবক্ষয়কে খুব সহজেই নির্ণয় করা যায়। পলিসগুলির সামাজিক চরিত্র পরস্পরের থেকে এত বেশি পরিমাণে স্বতন্ত্র ছিল যে কোনো ঐক্যবদ্ধ সামাজিক চরিত্র নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না। এথেন্স ছিল নৌশক্তিতে বলীয়ান অথচ খাদ্য উৎপাদনে পরনির্ভরশীল নগররাষ্ট্র। আবার করিন্থ ছিল বাণিজ্যনির্ভর পলিস। খাদ্য উৎপাদনের বিচারে একমাত্র স্পার্টাই ছিল স্বাবলম্বী। অথচ স্পার্টার সমাজব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং হেলটদের শ্রমের ওপর একান্ত নির্ভরশীল। এই রক্ষণশীলতার ফলে তার পক্ষে গ্রিসের পরিবর্তিত জীবনবোধের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব হয়নি এবং গ্রিকরা ক্রমশ অনুভব করে যে, এই বিচ্ছিন্নতা তাদের পক্ষে সুখকর নয়। **আর্নল্ড জে. টয়েনবি** বলেন, গ্রিক মানসিকতার এই পরিবর্তনই পলিসের অস্তিত্বকে দুর্বল করে দেয়।

● **রোমান আধিপত্যের প্রভাব ঃ** রোমান আধিপত্য পলিসের পতনের জন্যে দায়ী ছিল বলে ঐতিহাসিক **সাঁ ক্রোয়া** মনে করেন। তাঁর মতে, রোমান যুগেই পলিসের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর চরম আঘাত করা হয়েছিল। সংবিধান সংশোধন ও ধনী সম্প্রদায়কে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দখলের উৎসাহ দিয়ে রোমানরা যে পরিবর্তন এনেছিল তা পলিসের সাংগঠনিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়।

পলিসের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার আভাস প্রাক্-প্রচলিত চতুর্থ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। গ্রিক বিয়োগান্তক নাটকগুলির দিকে লক্ষ রাখলেই দেখা যায় যে এগুলি ক্রমশ সর্বব্যাপক কোনো বিষয়ের পরিবর্তে ব্যক্তিবিশেষের রোমান্টিক জীবনকাহিনিকেই অধিক গুরুত্ব দিতে থাকে। যথা—

ইউরিপিডিসের ইলেকট্রা ও অরেস্টাস নাটক। আবার কমেডিগুলির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, সেখানেও ক্রমশ বৃহত্তর রাজনৈতিক বিষয়ের পরিবর্তে পাচক, অযোগ্য চিকিৎসক, স্ত্রীলোক প্রভৃতিকে উপজীব্য বিষয় করে নাটক রচিত হচ্ছিল। অর্থাৎ গ্রিসের সাংস্কৃতিক জীবনে পলিসের গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। সেসময় গ্রিক দর্শনে 'সিনিক'দের আবির্ভাব ঘটে, যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল মানুষের কল্যাণ অনুসন্ধান করা। অথচ পলিসের জীবনদর্শনে এ জাতীয় প্রশ্নের কোনো উত্তর ছিল না। প্রখ্যাত সিনিক দার্শনিক ডায়োজিনিস নিজেকে একজন বিশ্বনাগরিক বলে ঘোষণা করেন। তিনি ব্যক্তিকে সমাজ বা রাষ্ট্রের তুলনায় অধিক গুরুত্ব দেন। এর ফলে এক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনার উন্মেষ হয়, যা ছিল পলিসের সম্প্রদায়গত আদর্শের পরিপন্থী। সিনিকদের বর্ণিত 'Cosmopolitanism' এর আদর্শ ক্রমশ পলিসের স্থান দখল করে ও পলিসের পতন ঘটে।